বাংলার স্বার্থে সিঙ্গুর হলে বিই কলেজ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হবে না কেন

শান্তশ্রী মজুমদার

একমাস সময় পেরিয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকার চুপ। শিবপুর বি ই বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় স্তরে উন্নীত করার কেন্দ্রীয় প্রস্তাবের জবাব সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেওয়ার কথা থাকলেও সেই সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে। শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করছেন, বি ই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উচ্চশিক্ষার মান ধরে রাখতে গেলে কেন্দ্রের প্রস্তাব এককথায় মেনে নেওয়া উচিত রাজ্য সরকারের। ২০০৭ সাল থেকে কেন্দ্রীয় আইন প্রনয়ণ করে অথবা অর্ডিন্যান্স জারি করে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার পরিকল্পনা রাজনৈতিক মুনাফার হিসেব নিকেশের জেরে আবারও পিছিয়ে যাওয়ার পথে। সিঙ্গুরে বেসরকারি লগ্নি নিয়ে কৃষকদের 'স্বার্থে' জমি নেওয়ার তৎপরতা যতটা বেশি, বি ই বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নীত করা নিয়ে ঠিক ততটাই উদাসীনতার চিহ্ন স্পষ্ট। এই সুযোগ হাতছাড়া হলে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চাপে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এখন বি ই বিশ্ববিদ্যালয়।

বিই কলেজের অস্তিত্ব সংকটে

এ বছর বিই কলেজে ভর্তি তালিকায় নাম ওঠা সত্ত্বেও বেশ কয়েক জন ছাত্র চলে গিয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে। ভাবতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই বাস্তব। এর কারণ খুঁজতে গেলে একটু অন্যভাবে ভাবতে হবে। রাজ্য সরকার বি ই কলেজকে সময়ের সঙ্গে উন্নীত করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে ঢালাও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলার অনুমতি দিয়েছে। সেখানকার পরিকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা এবং পাঠক্রমের নমনীয়তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না বি ই কলেজ। তাছাড়াও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার খরচের সঙ্গে খুব একটা হেরফের নেই বললেই চলে। তাহলে কেন ছেলেমেয়েরা বি ই কলেজকে বেছে নেবে?

একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুর, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বি ই কলেজ) থেকে ডিমড্‌ ইউনিভার্সিটি বা তার পর পুরোপুরি বিশ্ববিদ্যালয় ; দেড়শো বছরে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো এবং শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন কেবলমাত্র সাময়িক চাহিদার কথা মাথায় রেখেই করা হয়েছিল। কোনওটাই স্থায়ী সমাধান ছিল না বলে মনে করছেন খোদ বি ই কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা। এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া না হলে আবারও একটি 'ঐতিহাসিক ভুল' হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন বি ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক এবং প্রাক্তনীরা।

কেন্দ্রের পরিকল্পনা

সিভিল, মেটালার্জি, মাইনিং, ইলেকট্রিক্যাল, মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো আদি বিষয়গুলি নিয়ে দীর্ঘদিনের চর্চা হলেও গুনগত পরিবর্তন আসতে শুরু করে আটের দশকের পর থেকে। বিশ্বায়নের জেরে উৎপাদনের পদ্ধতি এবং গুনগত মানে আমূল পরিবর্তন হতে শুরু করলে উচ্চমানের জ্ঞানভিত্তিক মানবসম্পদের চাহিদা বাড়তে থাকে বিশ্বজুড়ে। তখনই কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চলতি ধারা বদলে আরও কয়েকটি জাতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে এগোয়। যেখানে আই আই টি মডেল অনুসরণ করে বা আরও এগিয়ে নিরন্তর গবেষণার জায়গাটা প্রশস্ত করা যাবে কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে। কারণ, প্রচুর গবেষণা এবং তা থেকে উৎপাদনের মান উন্নত না করতে থাকলে যেকোনও শিল্পই মুখ থুবড়ে পড়বে। কমিটির পেশ করা রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, প্রথম বিশ্বের সবকটি দেশ গবেষণার দিকে কতটা এগিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৯ সালেই সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গবেষণার সংখ্যা যখন ২৬ হাজার ছাড়িয়েছে, ২০০১ সালেও ভারত এক্ষেত্রে মাত্র ৫০০১ টি গবেষণার বেশি এগোতে পারেনি। সেই হিসেবে বর্তমান সময়েও আমরা অনেকটাই পিছিয়ে। এই জন্য ২০০৩ সালে গঠিত হয় এস কে জোশি কমিটি। জাতীয় স্তরের

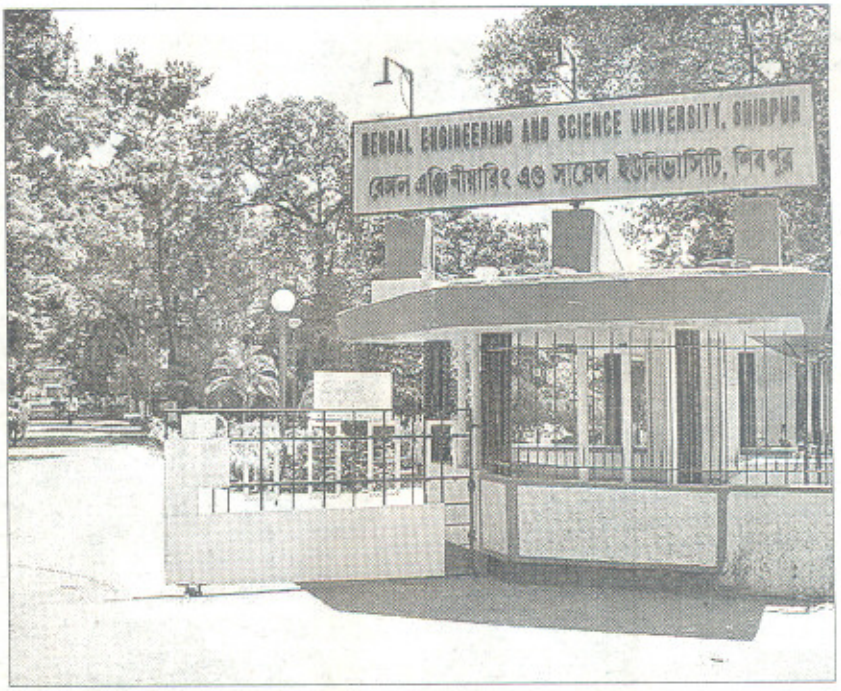

প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার জন্য দেশের সাতটি প্রতিষ্ঠানকে বাছাও হয়। ২৪৭ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ রাজ্যের শিবপুর বি ই কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়।

এরপর আরও তিন বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে ২০০৫ সালে গঠিত হয় আনন্দকৃষ্ণন কমিটি। কমিটির কাজ ছিল, এই সাতটি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন করতে খামতিগুলোকে খুঁজে বের করা। এবং কী পথে উন্নতি সম্ভব তার পরামর্শ দেওয়া। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরেই শিবপুর এবং যাদবপুরে আসেন অধ্যাপক এম আনন্দকৃষ্ণন, অধ্যাপক অমিতাভ ঘোষ এবং অধ্যাপক ডি ভি সিং। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রিপোর্ট জমা পড়ে। ঠিক হয় চলতি অবস্থা থেকে প্রস্তাবিত ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি (আই আই ই এস টি) প্রতিষ্ঠানে উন্নত হতে গেলে পরিকাঠামোগত বেশ কিছু পরিবর্তন দরকার। সেই মত তহবিলও দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বরের ১তারিখে দিল্লিতে বৈঠকে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ এবং ছাত্রভর্তির পদ্ধতি সম্পর্কে পাকাপাকিভাবে জানাতে বলা হয় এক মাসের মধ্যে। সেই সময় চলে গিয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর।

প্রস্তাবে ড্যুয়াল ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করার কথা বলা হয়েছে, যা হালে আই আই টিগুলিতেও চালু হয়েছে। অর্থাৎ, চারবছরের বি টেক এবং দু'বছরের এম টেক না করে এক সঙ্গে পাঁচ বছরের পাঠক্রমে বি টেক, এম টেক দুটো ডিগ্রিই থাকবে। এই প্রস্তাব শিবপুরের শিক্ষকদের আদর্শ মনে হয়েছে।

শিবপুরের স্থান কোথায়

ফেব্রুয়ারি মাসে জমা পড়া রিপোর্ট অনুসারে, শিবপুর বি ই কলেজকে সবকিছুর বিচারে একনম্বর ঘোষণা করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিগুলিকে উন্নত করার কথা ভাবলেও, শিবপুর বি ই কলেজ তিন সদস্যের বিচারে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ার জন্য অন্য ছটি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় প্রথম স্থানে। সেখানে পড়াশোনার মান এবং গবেষণার সুযোগ সুবিধে আরও উন্নত করা সম্ভব। গত পাঁচ বছরে বি ই কলেজে গবেষণা এবং তার প্রয়োগজাত উৎপাদন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় পিছিয়েই রয়েছে। রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ২০ হাজার আসনের মধ্যে বেসরকারি কলেজেই ভর্তি হয় ১৮০০০ ছাত্রছাত্রী। বাকি ২,০০০ ছাত্র সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে স্থান পায়। বি ই কলেজে আসন সংখ্যা মাত্র ৪০০ টি। এর মধ্যে ১০০ জন থাকে বাইরের রাজ্যের। তাহলে একটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হওয়া ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা মাত্র ৩০০ টি।

রাজ্যের সুবিধা অসুবিধা

জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান হলে রাজ্য সরকারের মূল সমস্যা কর্তৃত্ব হাতছাড়া হওয়ার ভয়। বিভিন্ন উচ্চশিক্ষামন্ত্রীরা এক এক বার এক এক রকম যুক্তি দিয়েছেন। সত্যসাধণ চক্রবর্তী বলেছিলেন, এত বেশি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হলে মর্যাদা কমে যাবে। সুদর্শন রায়চৌধুরীর বক্তব্য ছিল, জাতীয় স্তরে উন্নীত হবে কিনা তা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকরা ঠিক করবে। কিন্তু শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, প্রাক্তনীদের সংগঠন বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে। কেন্দ্রে কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়ে যে রকমভাবে সমর্থন দিয়ে যৌথভাবে সরকার চলছে সেরকম কোনও পথের কথাও রাজ্যের প্রতিনিধিরা ১ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে স্পষ্ট করেননি। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে অরাজনৈতিক ব্যক্তির নিয়োগ আই আই টিগুলিতে সাফল্যের সূত্র নিশ্চিত করেছে।

রাজ্য সরকারের আরও একটি সমস্যা রয়েছে। কেন্দ্রের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, অন্যরাজ্যের এবং বিদেশের ছাত্রদেরও প্রবেশিকায় বসার সুযোগ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে বাঙালি ছাত্ররা পিছিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু জয়েন্ট এন্ট্রান্স এবং অন্য পরীক্ষাগুলোতে এখন ভিনরাজ্যের ছেলেদের সঙ্গেই লড়তে হয় রাজ্যের ছেলেমেয়েদের। রাজ্যের বেশিরভাগ বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিকে একটি বা দুটি শাখা নিয়েই ছাত্রভর্তির অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বলে তথ্যপ্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাঠক্রমেই বেশি আসছে ছেলেমেয়েরা। ফলে শিবপুর বি ই কলেজের মতো জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আদি পাঠক্রমগুলির চাহিদা কমছে। আবার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে অত্যন্ত অগ্রগতির জন্য সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকরা কলসেন্টারের চাকরি নিতে বাধ্য হচ্ছেন। কমিটির রিপোর্টে স্পষ্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ বা কৃষিভিত্তিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এগিয়ে না নিয়ে গেলে কেবল তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে জাতীয় আয় নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

নিয়ন্ত্রণ এবং ছাত্রভর্তির বিষয়টি ঠিক হলেই কেন্দ্রীয় প্রস্তাব মত, এককালীন ১১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ছাড়াও বি ই বিশ্ববিদ্যালয়কে বছর বছর ৪৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের বার্ষিক ১২ কোটি টাকার অনুদানে বি ই কলেজের পরিকাঠামো থেকে শুরু করে অন্য সুযোগসুবিধে আই আই টি'র পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় প্রস্তাব বলছে, পুরোপুরি আবাসিক করতে হবে বি ই কলেজকে।